দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 13 APR 2003 ...

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা শেষ

নকলের দায়ে মোট সাড়ে ১০ হাজার পরীক্ষার্থী ও ২শ' শিক্ষক বহিষ্কার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দু'সপ্তাহব্যাপী এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এবারের এই পরীক্ষায় ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে নকলের কারণে সর্বমোট সাড়ে ১০ হাজার পরীক্ষার্থীসহ নকলে সহযোগিতার অপরাধে ২শ' শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া নকল সংক্রান্ত অপরাধে প্রায় অর্ধশত শিক্ষকসহ আরো ২ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও সহিরাগত গ্রেফতার হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ

৭-এর পৃঃ ৭-এর ঃ দেখুন

নকলের দায়ে সাড়ে ১০ হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কার

৮-এর পৃষ্ঠার পর

সহর সর্বমোট ১১ লাখ ৩৪ হাজার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থীর মধ্যে নকলের সুবিধা না পেয়ে প্রায় ৪০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেয়া থেকে বিরত থাকে। গত বছরের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় নকলের অভিযোগে সারাদেশে ২শ' শিক্ষকসহ ৩৫ হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছিল। এবং নকল করতে না পেরে আরও প্রায় ১ লাখ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেয়া থেকেই বিরত ছিল।

বর্তমান সরকার নকলের বিরুদ্ধে এ বছর ব্যাপক কড়াকড়ি করায় এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলনের দেশব্যাপী নকলবিরোধী বিশেষ অভিযানের কারণে এবার দেশের সর্ববৃহৎ এই পাবলিক পরীক্ষায় নকল বহুলাংশে কমে গেছে। এছাড়া পরীক্ষাও সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর নকলপ্রবণতা ব্যাপক হ্রাস পাওয়ায় পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ কমে গেলেও শিক্ষক বহিষ্কারের সংখ্যা কমেনি। ছাত্রছাত্রীদের নকলের পেছনে শিক্ষকদের সহযোগিতা বহু স্থানে আগের মতই অব্যাহত রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিক্ষকরা ধরা পড়েও নানাভাবে পরবর্তীতে মাফ পেয়ে যাওয়ার কারণে তারা নকলে সহযোগিতা করতেন এবং তাদের যথাযথ শাস্তি না হওয়ায় অন্যরাও নকলে পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে উৎসাহী হচ্ছে। এ বছর বহিষ্কৃত ২০০ শিক্ষকের মধ্যে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনেই রয়েছে প্রায় অর্ধশত শিক্ষক। অপরদিকে মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষায় নকলের অপরাধে সর্বমোট বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৩ হাজার। পরীক্ষার দিনগুলোতে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সারাদেশের সকল বোর্ডে সর্বমোট ২০০ শিক্ষকের বহিষ্কারের খবর পাওয়া গেলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুমে মাত্র ১২০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮০ জন স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় এরই মধ্যে মাফ পেয়ে গেছেন। অন্যরাও তদ্বির চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

এ বছর পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বহিষ্কৃত হয়েছে রাজশাহী বোর্ডে সাড়ে ৩ হাজার এবং সবচেয়ে কম সিলেট বোর্ডে মাত্র ৪৮ জন। এবার সারাদেশে পরীক্ষায় নকলের মাত্রা বহুলাংশে হ্রাস পেলেও নকল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে প্রচুর। গতবারের পরীক্ষার পর থেকেই শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী দেশজুড়ে অত্যন্ত জোরেশোরে নকলবিরোধী অভিযান শুরু করায় এবং পাবলিক পরীক্ষা আইন অত্যন্ত কঠোরভাবে পালনের নির্দেশ দেয়ায় একশ্রেণীর চতুর পরীক্ষার্থী ও দুর্নীতিবাজ কতিপয় শিক্ষক পরীক্ষার হলে আর নকল করা যাবে না বুঝতে পেরে পারস্পরিক যোগসাজশে প্রবেশপত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড থেকে ছবি পাল্টিয়ে একজনের পরীক্ষা অন্যজনকে দিয়ে দেয়ানোর ব্যবস্থা করে। এতে তারা যথেষ্ট সফলও হয়। বিশেষ করে পরীক্ষার হলে আসনবিনিময় ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার ফলে এদের হয় পোয়াবারো। ভিন্ন স্কুলের পরিদর্শকদের পক্ষে এসব ভুয়া পরীক্ষার্থী চেনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিক্ষামন্ত্রী জনাব মিলন নিজেই বিভিন্ন জেলার পরীক্ষা কেন্দ্রে আকস্মিক হানা দিয়ে এ ধরনের ১০ জন ভুয়া ও নকল পরীক্ষার্থীকে হাতেনাতে ধরে পুলিশে সোপর্দ করেন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের আরও ২৫/৩০ জন ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়ে। আসল পরীক্ষার্থীর বদলে অন্যজনকে দিয়ে পরীক্ষা দেয়ানোর এই কৌশল বা প্রক্রিয়া এবার নতুন মাত্রা পেয়েছে। এর সাথে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর জড়িত থাকারও অভিযোগ উঠেছে।

এ বছর পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা বহু গুণে হ্রাস পাওয়ার এবং হলগুলোতে নকলমুক্ত ছিমছাম পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কারণ হিসেবে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কর্মকর্তা ও কেন্দ্র সচিবরা হলগেটে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি এবং নকল পেলে গেটেই বহিষ্কারের নিয়মকে উল্লেখ করে বলেছেন, পাবলিক পরীক্ষায় এই আইনটি এবার যাদুর মত কাজ করেছে। কিন্তু যেখানে গেটে দেহ তল্লাশি ও বহিষ্কারের ঘটনা ঘটেনি এবং পরীক্ষা কর্মকর্তারা নকলবাজ ছাত্রছাত্রীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেছেন সেখানেই এবার বেশ নকল হয়েছে। এই শৈথিল্য কোথাও কোথাও না থাকলে এ বছর নকল আরও কমে যেত বলে সবাই মন্তব্য করেছেন।